২৭-০৯-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের অভ্যাসকে সহজ বানানোর জন্য বাবাকে কখনো বাবা রূপে, কখনো টিচার রূপে, তো কখনো সদ্গুরু রূপে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, তোমাদের এখন সম্পূর্ণ বিশ্বে কোন্ ঢাক পেটাতে হবে ?

উত্তর :-- এখন এই ঢাক পেটাও যে, সুখের দুনিয়ার (স্বর্গের) রচয়িতা স্বয়ং রাজযোগ শেখাতে এসেছেন । তিনি বাচ্চাদের জন্য হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন, তাই তোমরা রাজযোগ শেখো । বাবা স্বয়ং বলেন - বাচ্চারা, এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, তোমাদের আমার সঙ্গে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই দেহ ভাব ত্যাগ করে অশরীরী হও । দৈবী গুণ ধারণ করো, তাহলে দৈবী দুনিয়ায় চলে যাবে ।

গীত --- কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনেছে যে, এখন আমাদের বুদ্ধিতে কার স্মরণ এসেছে ? সবার বুদ্ধিতেই আছে যে, পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবা । ইংরাজীতে তাঁকে লিবারেটর বলা হয় । তিনি আমাদের দুঃখ থেকে লিবারেট করেন । তিনি হলেন দুঃখহর্তা আর সুখকর্তা, এ কোনো মানুষ বা দেবতার নাম নয় । এ হলো এক পতিত পাবন বাবার মহিমা । পতিত - পাবন, সদ্গতিদাতা এক গড ফাদারকেই বলা হয় । এমন মহিমা মানুষের হতে পারে না । লক্ষ্মী - নারায়ণকে বা ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে পতিত পাবন বলা হবে না । পতিত - পাবন হলেন উঁচুর থেকে উঁচু একজনই । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন উঁচু, তাঁর নামও উঁচু আর তাঁর থাকার জায়গাও উঁচু । তোমরা নিশ্চিত যে, ইনিই আমাদের বাবা । শিবকেই বাবা বলা হয়, শিবই হলেন নিরাকার । শিবের চিত্র আলাদা আর শঙ্করের চিত্র আলাদা । ওই শিব হলেন বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু । আজ সদ্গুরুবার । তোমাদের তো রোজ সদ্গুরুবার । সদ্গুরু রোজ তোমাদের পড়ান আর তিনি তোমাদের বাবাও, এই নিশ্চয়তা তো তোমাদের থাকা উচিত, তাই না । তাঁকে সর্বব্যাপী বলা হবে না । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- পতিত - পাবন পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের রাজযোগ শেখান, উনি হলেন জ্ঞানের সাগর । একথা তো বুদ্ধিতে নিশ্চিত থাকা উচিত । এই একজনই বাবা, যাঁকে যে কোনো রূপে স্মরণ করো । বুদ্ধি উপরে নিরাকারের দিকে চলে যায় । কোনো আকার বা সাকার নয় । আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মাকেই এখন দরকার কিন্তু তাঁকে কেউ জানেই না । মানুষ গায় যে, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । জ্ঞানের সাগরের মানে যিনি জ্ঞান শুনিয়ে সদ্গতি করান । লক্ষ্মী - নারায়ণের এই জ্ঞান নেই । জ্ঞান তো সেই সাগরের থেকে পাওয়া যায়, তাই শাস্ত্রতেও এই জ্ঞান নেই । এই জ্ঞান সাগরকেই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বলা হয় । বাবা হলেন সৃষ্টিকর্তা । তিনি হলেন বেহদের বাবা আর সবাই হলেন হদের বাবা । এখন এই বেহদের বাবাকে সবাই স্মরণ করে, যিনি বাবারও বাবা, পতিদেরও পতি, গুরুরও গুরু, সবাই তাঁকে স্মরণ করে, সাধনা করে । আজকাল চিত্রের সামনে, রামের সামনে, শঙ্করের সামনে লিঙ্গ রাখা হয় । তিনি নিরাকার, উঁচুর থেকেও উঁচু, তিনিই লিবারেট করেন । এখন তো সমস্ত আত্মাই পতিত । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যখন আদি সনাতন দেবী দেবতার রাজ্য ছিলো, তো সেই সময় একই রাজ্য ছিলো, সুখধাম ছিলো । পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সমস্তই ছিলো । তার নামই ছিলো স্বর্গ, হেভেন । হেভেনকে সূক্ষ্ম বতন বা মূল বতন বলবে না । হেভেনের বিপরীত হলো হেল বা নরক । এ কথা

বুদ্ধিতে রাখতে হবে । এক বেহদের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, তাঁর থেকেই স্বর্গের অবিনাশী বর্সা পাওয়া যায় । সদ্গুরু রাজযোগ শেখান, পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান । এই একের কতো মহিমা । লক্ষ্মী – নারায়ণকে এই মহিমা দেওয়া যাবে না । নিরাকার বাবা হলো একজনই । শরীর থেকে যখন আলাদা থাকে, তখন আত্মারাও নিরাকার । বাবা বলেন যে, তোমরা নিজের নিজের শরীর ধারণ করে অভিনয় করো । তোমরা কতো জন্ম অভিনয় করো – এও তোমরা জানো । ব্রহ্মারও শরীর আছে । সূক্ষ্মবতনেও শরীর আছে । শরীর তো আছেই, তাই না । তোমরা বলবে, ওতেও আত্মা আছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও সূক্ষ্ম শরীর আছে । আমাকেই নিরাকার বলা হয় । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে --- সকলকেই বলো, তোমাদের দুজন বাবা, তোমাদের বাবারও দুজন বাবা । সবাই সেই বেহদের বাবাকে স্মরণ করেন । লৌকিক বাবা তো অনেকই আছে কিন্তু এই বেহদের বাবা একজনই । বাবাকে ভুলে গেলে টিচারকে স্মরণে আসবে , আবার টিচারকে ভুলে গেলে সদ্গুরু স্মরণে আসবে ।

বাবা বোঝান যে – ভারত এখন পতিত । প্রথমে যখন পবিত্র ছিলো তখন এতো আত্মারা কোথায় নিবাস করতো ? মুক্তিধাম, বাণপ্রস্থ অবস্থায় অর্থাত্ বাণীর ঊর্ধে । মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন বাণীর ঊর্ধে যাওয়ার জন্য গুরুর স্মরণ নেয় যে, আমাকে নির্বাণধামে পৌঁছাও, কিন্তু কেউ সেখানে পৌঁছে দিতে পারে না । ঝাড়কে তো বাড়তেই হবে । মুখ্য পার্ট হলো ভারতের, তাতেও যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের, তারাই ৮৪ জন্ম নেয় । আত্মা, পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল ------- তাহলে হিসেব তো করতেই হবে, তাই না । বহুকাল অর্থাৎ যারা প্রথম প্রথম এই সৃষ্টিতে অভিনয় করতে আসে । বরাবর তাদেরই ৮৪ জন্ম হয় । ৮৪ র চক্র বলা হয়, ৮৪ লাখ চক্র বলা হয় না । বাচ্চারা, তোমাদের ৮৪ র চক্র বোঝানো হয়েছে, পূর্বে তোমরা জানতে না । এনাকেও যদি জিজ্ঞাসা করো, এনার আত্মাও জানে, তাই না । দুই আত্মার রহস্যও বুঝিয়ে বলা হয়েছে । দ্বিতীয় আত্মা প্রবেশ করতে পারে । অশুদ্ধ আত্মারও প্রবেশ হতে পারে । তাই পরমপিতা পরমাত্মাও আসতে পারেন । তিনি বলেন, আমি নিরাকার যদি না আসি, তাহলে তোমাদের কিভাবে রাজযোগ শেখাবো ? আমাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়, মানুষ তো আর স্বর্গের স্থাপনা করবে না । বাবাকেই বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার । বৈকুন্ঠ হলো রাজধানী । এ তো নয় । শ্রীকৃষ্ণ হলো এক নম্বর প্রিন্স, সতোপ্রধান । সতোপ্রধানকেই মহাত্মা বলা হয় । যারা একা থাকে তাদের কুমার – কুমারী বলা হয় । কুমারীদের অনেক সম্মান । বিয়ে হলেও যদিও পবিত্র থাকে, তবুও তো যুগল হয়ে গেলো, তাই না । তখন কুমারীর নাম পরিবর্তন হয়ে যায় । তারপর মাতা – পিতা হয়ে যায় । বাচ্চা জন্ম হলেই মাতা – পিতা বলবে । বিয়ের পরে বোঝা যায় যে এরা মাতা – পিতা হবে কারণ এদের সন্তান হবে । তখন তাদের কুমার – কুমারী বলা হবে না ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এখন কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে । সেখানে একই দেবী – দেবতা ধর্ম । বাকি সমস্ত ধর্মের শাস্ত্র আলাদা আলাদা । বলে অমুকের ধর্মশাস্ত্র এই, আমরা অমুক ধর্ম অথবা মঠে যাই । আত্মাদের এসে নিজের অভিনয় করতে হবে । কাউকে জিজ্ঞেস করো – গুরু নানক আবার কবে আসবেন ? ওরা তো বলে দেয় জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে যায় । তাহলে কি তাঁকে আর আসতে হবে না ? সৃষ্টিচক্র কিভাবে রিপিট হবে ? গুরু নানকের আত্মা যখন এসেছিলেন তখন তাঁর পিছনে শিখ ধর্মের মানুষ আসতে যেতে থাকে । এখন তো দেখো, কতো হয়ে গেছে । আবারও তো রিপিট করবে, তাই না । বলো আবার কবে আসবে ? তো বলতে পারবে না । তোমরা বলবে, এ তো পাঁচ হাজার বছরের চক্র । গুরু নানকের ৫০০ বছর হয়েছে, আবার ৪৫০০ বছর পরে তিনি এসে শিখ ধর্ম

স্থাপন করবেন । আমি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করি । এরপর আরো আনেক নম্বর অনুসারে এসে ধর্ম স্থাপন করবেন । কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে, আমাদের বুদ্ধিতে এতো কথা বসে না । আচ্ছা, কিছু কথা তো বসে । ভক্তের ভগবান বাবা হলেন একজনই । এ কথা বলাও হয় যে, পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা । কাউকে তো আর পরমাত্মা বলা যায় না । এমন নয় যে আত্মা গিয়ে পরমাত্মা হবে । যেমন উদাহরণ দেওয়া হয় যে - বুদবুদের সাগরে লীন হয়ে যাবে । কেউ বলবে পার নির্বাণ গিয়েছে । বুদ্ধের জন্য যেমন বলা হয় । কেউ আবার বলবে জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে যায় । এখন ঠিক কোনটা ? পার নির্বাণ তবুও ঠিক । আত্মাও নিরাকার । নিরাকারী দুনিয়াতে থাকে । সূক্ষ্মবতন হলো মুভি । এও ওখানকার এক ভাষা, সেখানে যা বোঝে, তা বুঝে নির্দেশ নিয়ে আসে । এও এক আশ্চর্যের কথা । মুভি , টকি আর সাইলেন্স - এই হলো তিন । প্রথমে যেমন নির্বাক চলচিত্র ছিলো, তাতে যখন কেউ মজা পেলো না তখন সবাক করা হলো । সূক্ষ্মবতনে কেবল ব্রহ্মা,বিষ্ণু, শঙ্কর আছেন । তোমাদের বোঝানো হয় যে, উঁচুর থেকে উঁচু পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি সাইলেন্স ওয়ার্ল্ডে থাকেন । আমরা আত্মারাও ওখানেই থাকি । পতিত পাবন হলেন এই এক সদ্গুরু । সকলের সদ্গতিদাতা তিনিই । বাকি যদি কেউ নিজেকে গুরু বলে, ঋষি বলে, মহাত্মা বলে, কিন্তু সকলেই তো ভক্ত । পবিত্র কে বানান, তাঁকে কেউ জানেই না ।

বলা হয়, পরমাত্মা সবাইকে কবর থেকে বের করে নিয়ে যান । তোমরা দেখো, এ হলো সেই মহাভারী মহাভারতের লড়াই । তোমরা সত্যযুগের জন্য রাজযোগ শিখছো । বিনাশের পরে আবার সত্যযুগের গেট খোলে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই সময় তোমরা বাবার কাছে রাজযোগ শিখছো । তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজ্য নাও । এ হলো নন ভায়োলেন্স । কেউই জানে না যে নন ভায়োলেন্স কাকে বলা হয় । কাম কাটারিও চালাবে না । এও হিংসা । অহিংসা পরম দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো । বিকারের কারণেই তোমরা আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ পেয়েছো । সেখানে হলো নির্বিকারী দুনিয়া, যে কারণে আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ হয় না । সে হলো অমরলোক আর এ মৃত্যুলোক । মৃত্যুলোকে বসে বাবা কথা শোনান অমরলোকে যাবার জন্য । বাবা বলেন যে আমি হলাম ত্রিকালদর্শী । তোমাদেরও আমি ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী বানাই অর্থাত্ তিন লোক আর তিন কালকে জানে যে । এ হলো ভগবানের মহিমা । বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিজের সমান বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যাই । জ্ঞান সাগরের বাচ্চা, তোমরাও জ্ঞানের সাগর হয়ে যাও । বাবা বলেন যে, আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্য, নলেজফুল । হ্যাঁ, আমরা জানতে পারি, বীজ থেকে এভাবে ঝাড় বের হয়, তারপর ফল আসে । এখন এ হলো মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় । বাবা বলেন যে, আমি এই উল্টো ঝাড়ের আদি - মধ্য - অন্ত আর সৃষ্টিচক্রকে জানি । মানুষ এ কথাও বলে যে, পরমাত্মা সত্ - চৈতন্য, আনন্দের সাগর, সুখের সাগর, তাই তাঁর থেকে অবশ্যই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । তোমরা তোমাদের নিজের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছো । তোমরা ২১ জন্মের জন্য পবিত্র হয়ে যাবে । আমি হলাম সদা পবিত্র । তোমাদের তো অভিনয় করতেই হবে । এই সময় তোমাদের কেবল চড়তি কলা । তোমরা মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে যাও । আবার সত্যযুগ থেকে তোমাদের কলা কমতে থাকবে । উপরে উঠে আবারও নামতে হবে । এখন বাচ্চারা তোমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা নাও । তোমরা অনেক সেবা করো । বাবা হলেন পতিত পাবন । তোমরা হলে শিবশক্তি, পাণ্ডব সেনা । তোমরা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানানোতে সাহায্য করো । তোমাদেরই বন্দে মাতরম্ বলা হয় । পতিতকে কখনোই বন্দে মাতরম্ বলা হবে না । বাবা এসে শক্তিদলের দ্বারা গুপ্ত সেবা করান । তোমরা হলে ডবল অহিংসক, তোমরা রাজ্য নাও, কিন্তু তোমাদের কোনো হাতিয়ার নেই । তোমরা পবিত্র থাকো । ওরা হলো ডবল

হিংসক । এক তো বিকারে যায়, কাম কাটারির দ্বারা একে অপরকে দুঃখ দেয়, আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়াও করতে থাকে । আজকাল কতো দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে । মানুষের ক্রোধ কতো ভারী । নিজেরাই নিজেদের চড় মারে । সবার গ্লানি করতে থাকে । এও ড্রামাতে নিহিত আছে । সবাইকেই নামতে হবে । এখন তোমাদের হলো চড়তি কলা । তোমরা ঢাক পেটাও যে, স্বর্গের রচয়িতা, রাজযোগ শেখান যে ভগবান, তিনি এসেছেন । তিনি হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন । কৃষ্ণকে আমরা ভগবান বলবো না । তিনি হলেন দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেবতা বলবে, তাঁদের দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ বলবে না । দৈবী গুণ সত্যযুগের মানুষদের মধ্যে থাকে, আসুরী গুণ থাকে কলিযুগের মানুষের মধ্যে । দৈবী গুণবান আর আসুরী গুণবান --- মানুষই এমন হয় । তাই বাবা বসে বোঝান --- তোমরা বাবাকে কেন ভুলে যাও ? প্রতি মুহূর্তে তোমরা আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি । তবুও তোমরা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও । দেহ ভাব ছেড়ে তোমরা নিজেকে অশরীরী মনে করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার সমান ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী, ত্রিলোকীনাথ হতে হবে । বাবার মহিমায় নিজেকে মাস্টার বানাতে হবে ।

২) ডবল অহিংসক হতে হবে । কোনো বিকারের বশীভূত হয়ে হিংসা করবে না । বাবার সাহায্যকারী হয়ে সবাইকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান : - রুহানী আকর্ষণ দ্বারা সেবা আর সেবাকেন্দ্রকে চড়তি কলায় নিয়ে গিয়ে যোগী (তু) আত্মা ভব

যে যোগী আত্মারা রুহানিয়তে (আত্মিক ভাব-এ) থাকে, তাদের রুহানী আকর্ষণ সেবা আর সেবাকেন্দ্রকে স্বতোই চড়তি কলায় নিয়ে যায় । যোগযুক্ত হয়ে রুহানিয়তের দ্বারা আত্মাদের আহ্বান করলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি স্বত:বাড়তে থাকে । এরজন্য মন সদা হালকা রাখো, কোনো প্রকারের বোঝা যেন না থাকে । স্বচ্ছ হৃদয়ে লক্ষ্য হাসিল করতে থাকো, তাহলে প্রাপ্তি তোমাদের সামনে স্বতোই আসবে । এই অধিকার একমাত্র তোমাদেরই ।

স্লোগান : - সে-ই পরমাত্ম জ্ঞানী, যে সর্ব বন্ধন এবং আকর্ষণ থেকে মুক্ত ।